যুগান্তর

তারিখ ০৪ JAN 2018
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা

ইচ্ছামতো সময় 'আবদার' ৩১ বিশ্ববিদ্যালয়ের

মুসতাক আহমদ

- ছয়বার আলটিমেটাম পার
- নির্দেশনা না মানলে জানুয়ারি থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধ

ছয়বার আলটিমেটাম দেয়ার পরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু না করে আরও সময় চাচ্ছে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) চিঠি দিচ্ছে। এর আগে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতির নেতারা শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাড়তি সময় চান। অথচ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় এখন নিজেদের সময়মতো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার 'আবদার' করছে।

জানা গেছে, সর্বশেষ আলটিমেটাম অনুযায়ী স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করতে না পারলে ৩৯টি বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের হুশিয়ারি দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে অবশ্য ৭টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে কম-বেশি কার্যক্রম শুরু করতে পেরেছে। আংশিক জমিতে ক্যাম্পাস গড়েছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেই হিসাবে ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও অস্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে আলটিমেটাম দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত বছরের আগস্ট পর্যন্ত ছয়বার আলটিমেটাম দেয়া হয়। জুন পর্যন্ত ওই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১২টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেছে। আর ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয় এখন নিজেদের সময়মতো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার 'আবদার' তুলে চিঠি দিচ্ছে। সর্বনিম্ন ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছর সময়ও চেয়েছে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চিঠি নিয়ে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নানা ধরনের সমালোচনা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত সময়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। সেগুলো ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

ইচ্ছামতো সময় 'আবদার' ৩১ বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে। আবেদনে একেকটি বিশ্ববিদ্যালয় একেক সময় উল্লেখ করেছে। তবে সময় আর বাড়ানো হবে কিনা বা কোনটি কত বছর সময় পাবে তা বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এখন পর্যন্ত বৈঠকের দিনক্ষণ ঠিক হয়নি।

জানা গেছে, স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম স্থানান্তর অগ্রগতি জানাতে ২১ ডিসেম্বর ইউজিসি থেকে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দেয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রগতি প্রতিবেদন দিচ্ছে। ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবেদন পেয়েছে ইউজিসি। সূত্র জানায়, ওইসব প্রতিবেদনের মধ্যে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত চিঠিতে স্থায়ী ক্যাম্পাসে সব বিভাগের কার্যক্রম শুরু করতে আরও ৩ বছর সময় চাওয়া হয়েছে। উত্তরা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার কাজী মহিউদ্দিনের চিঠিতে নির্মাণাধীন স্থায়ী ক্যাম্পাসে আংশিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সম্পূর্ণরূপে ক্যাম্পাস চালুর জন্য আরও ১ বছর সময় চাওয়া হয়েছে। ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। প্রতিষ্ঠানটি আগামী বসন্তকালীন সেমিস্টার থেকে কার্যক্রম পুরোদমে শুরুর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) এসএন কৈরি তার চিঠিতে দুটি স্থায়ী ক্যাম্পাসের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় ২০২০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরুর কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সাভারে স্থায়ী ক্যাম্পাসে বর্তমানে আংশিক কার্যক্রম চলছে বলেও উল্লেখ করা হয়। এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কার্যক্রম শেষ করে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে চায়।

জমি কেনা সংক্রান্ত দুই পৃষ্ঠার বিবরণ তুলে ধরে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করতে আরও ৪ বছর সময় চেয়েছে প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি। পিপলস ইউনিভার্সিটি চেয়েছে আরও ১ বছর। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ চেয়েছে আরও ২ বছর। স্টামফোর্ড চেয়েছে আরও ৩ বছর। মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চেয়েছে আরও ৩ বছর। প্রাইম ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক আবদুস সোবহান স্বাক্ষরিত চিঠিতে দাবি করা হয়, মিরপুরের মাজার রোডে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী ওই ক্যাম্পাস পর্যাপ্ত ভূমির ওপর নির্মিত নয় বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সহ-সভাপতি আশরাফ আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই আরও কিছু জমি পেয়েছি। সেটির ক্রয় কাজ চলছে। সেখানেও আমরা ক্যাম্পাস তৈরি করব।

এছাড়া গ্রিন ও মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে গ্রিন ইউনিভার্সিটির প্রতিবেদনে এর ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সাইফুল ইসলাম বলেছেন, আসন্ন ১৫ জানুয়ারি থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু হবে। আর মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি বলেছে, ২১ ডিসেম্বর স্থায়ী ক্যাম্পাসে তারা কার্যক্রম শুরু করেছে। খোদ শিক্ষামন্ত্রী এটি উদ্বোধন করেন। এ প্রসঙ্গে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক আখতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের অগ্রগতি প্রতিবেদন আমরা চেয়েছি। বেশকিছু প্রতিবেদন জমা পড়েছে। বাকিগুলো দিচ্ছে। প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে আমরা মন্ত্রণালয়ে তথ্য পাঠাব।

বিভিন্ন সূত্র জানায়, ঢাকার বাইরে বা রাজধানীর বাইরে ক্যাম্পাস স্থানান্তর করলে ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে না এমন আশঙ্কা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা বাহানায় সময়ক্ষেপণ করছে। কেউ ক্রয়কৃত জমির জটিলতা, কেউ নকশা অনুমোদন না হওয়া, কেনা জমি নিয়ে রাজউকের ড্যাপের (ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান) সঙ্গে সমস্যাসহ নানা সীমাবদ্ধতা তুলে ধরছে। তবে, আরও সময় প্রার্থনার ক্ষেত্রে এগুলো অজুহাত হিসেবেই মনে করছেন নীতিনির্ধারকরা। জানা গেছে, এছাড়া যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করেছে বা স্থাপন করেছে, সেগুলো ট্রাস্টি অফিস, সিটি অফিস, ভর্তি সেন্টার নানা নামে ঢাকায় ক্যাম্পাস রাখছে। ওইসব ক্যাম্পাসে গোপনে ক্লাস হয় বলেও অভিযোগ আছে।

এ ব্যাপারে অধ্যাপক আখতার হোসেন বলেন; কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কেন স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারল না, তাদের জমি বা নকশা অনুমোদনে কি সমস্যা আছে— তা বিবেচ্য বিষয় নয়। তিনি আরও বলেন, আইনে স্থায়ী ক্যাম্পাসের বাইরে কোনো নামেই কোনো অফিস বা ক্যাম্পাস রাখার বিধান নেই। এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রতিষ্ঠার পর ন্যূনতম ৭ বছর পূর্ণ হওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেয়া আলটিমেটাম ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়। এর আগে ২০১০ সালে প্রথম আলটিমেটাম দেয়া হয়। এরপর ২০১২, ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালেও আলটিমেটাম দেয়া হয়।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.......
তারিখ.......
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/অবগতার্থে